2 FEB 2003
পৃষ্ঠা ... ১৭ ... কলাম ... ৩

সংবাদ

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শূন্যপদে জরুরি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নিয়ে জটিলতা

□ মার্চে নিয়োগের সার্কুলার হতে পারে

রাশেদ আহমেদ ॥ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শূন্যপদে জরুরিভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়াগত জটিলতার মধ্যে পড়ে বিলম্বিত হচ্ছে। অবশ্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ের এক সূত্র জানিয়েছে, মার্চ মাসে এ নিয়োগের সার্কুলার হতে পারে। সূত্র জানায়, কোন্ প্রক্রিয়ায় এবং কিভাবে এ নিয়োগ হবে সে ব্যাপারে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সেক্টরে জনবল সঙ্কটের কারণে জরুরিভিত্তিতে শূন্যপদের ২৫ ভাগ পদে সরাসরি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৫ বছরের জন্য নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ৩০শে ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিসিএস পরীক্ষা ছাড়া ৫০০ নম্বরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এ নিয়োগ হবে।

কিন্তু জটিলতা বাধে নিয়োগ প্রক্রিয়া ও নীতিমালা নিয়ে। ২২ ও ২৩তম বিসিএস পরীক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করেছে এবং ২৪তম বিসিএস পরীক্ষায় যারা অংশ নেবে তারা এই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না এ বিষয়ে এখনও ফয়সালা হয়নি। এছাড়া নিয়োগের পরীক্ষার আয়োজন, প্রশ্নপত্র কিভাবে হবে এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

সরকারি কর্মকমিশন ২৯শে জানুয়ারি ২২তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ৭ই মার্চ মনস্তাত্ত্বিক ও ১৫ই মার্চ মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২৪তম বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৮শে ফেব্রুয়ারি। ২৩তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল এখনও স্থগিত আছে।

সরকারি কর্মকমিশন বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সকল প্রকার নিয়োগ দেয়ার পক্ষপাতী। এ কারণে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া জটিলতার মধ্যে পড়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

সরকারের এক সূত্র জানায়, কর্মকমিশনের [illegible] ● পৃঃ ১ কঃ ৪

জটিলতা ঃ নিয়োগ নিয়ে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

নিয়োগ প্রক্রিয়া জটিলতার মধ্যে পড়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

সরকারের এক সূত্র জানায়, কর্মকমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। সেজন্য জরুরিভিত্তিতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক এ ব্যাপারে 'সংবাদ'কে বলেন, বিভিন্ন সরকারি কলেজে ৪ হাজারের মতো শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে ১৫ হাজারের বেশি শূন্যপদ রয়েছে। বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে অল্প সময়ে এতো শূন্যপদ পূরণ সম্ভব নয়, তাই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার কথা ভাবা হয়েছে। বিষয়টি এখনও প্রক্রিয়াধীন আছে। যারা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাবে তাদের পরবর্তীতে সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে স্থায়ী চাকরি পাওয়ার সুযোগ থাকবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানায়, চিকিৎসকসহ প্রশাসনিক দপ্তরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ২৫ হাজার ৯০টি পদ শূন্য রয়েছে। চিকিৎসক না থাকায় মফস্বলের হাসপাতালগুলোতে মারাত্মক অসুবিধা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শূন্যপদে জরুরিভিত্তিতে ২৫ ভাগ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হলে কমপক্ষে ১০ হাজার লোক নিয়োগ পাবে। ২২তম বিসিএস পরীক্ষা ও অনুষ্ঠিতব্য ২৪তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে যে নিয়োগ হবে, তাতে ৪/৫ হাজারের বেশি এই দুই মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ পাবে না। এজন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জরুরিভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে আগ্রহী; কিন্তু দুই মন্ত্রণালয় থেকেই জানানো হয়েছে, মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হলেও তারা এ সংক্রান্ত কোন নির্দেশনামা পায়নি।